শৈলজানন্দের

বড়ভাই

দীপক মুখার্জী নিবেদিত দুর্গাচিত্রমের

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে

বড়ভাই

পরিচালনা : সুশীল মুখার্জী

চিত্রনাট্য : গোবিন্দ দে। সুর : অধীর বাগচী। আলোক চিত্র পরিচালনা : বিজয় দে। গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোকচিত্র গ্রহণ : শান্তি দত্ত, জয় মিত্র। সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনা : সুনীল সরকার। রূপ সজ্জা : গোপাল হালদার। দৃশ্যপট : রামচন্দ্র সিংদে। শব্দ-গ্রহণ : জে. ডি. ইরানী। শব্দ পুনঃ যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, বলরাম বারুই। কর্মসচিব : শৈলেন দাস, নিশীথ চক্রবর্তী। সাজসজ্জা : ষ্টুডিও সাপ্লাই ; ফণি মণ্ডল। আলোক সজ্জা : মিলি ইলেক্‌ট্রিক। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। স্থির চিত্র : শ্যামল কুণ্ডু। প্রচার : অঙ্কনে : পালিত এণ্ড কোং। প্রচার : ধীরেন মল্লিক।

: সহকারী :

পরিচালনা : বরুণ দাস, শঙ্কর চক্রবর্তী, সমীর চক্রবর্তী। শিল্প নির্দেশনা : সুরথ দাস। রূপসজ্জা : শম্ভু দাস। শব্দ গ্রহণ : সিদ্ধি নাগ। শব্দ পুনঃ যোজনা : ভোলানাথ সরকার। আলোক-সম্পাত : হেমন্ত দাস, শঙ্কর দাস, দেবেন দাস, মোহন ঝা, মনোরঞ্জন দত্ত, সুখরঞ্জন দত্ত, বিনয় ঘোষ, বাদল সরকার। ব্যবস্থাপনা : সুকুমার বোস, শম্ভু সাহা, পাঁচুগোপাল দাস, রবীন চৌধুরী ; সহঃ রতন দাস, রামস্বরূপ পাণ্ডে। সম্পাদনা : তাপস মুখার্জী, অচিন্ত মুখার্জী। সংগীতি : দিলীপ রায়। চিত্র শিল্প : দুর্গা রাহা, বাঘা, যুগল ও নুরু।

: বিশ্বপরিবেশনা :

ভবানী ফিল্মস্ ডিষ্ট্রিবিউটরস।

৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-৭২

বড়ভাই (গল্পাংশ)

"বড়ভাই" যার নাম বিপিন মুখার্জী—সকলের কাছে বড়দা বলেই পরিচিত। পিতৃ-মাতৃহীন ছোট ভাই নৃপেনকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে বি,এ, পাশ করায়। ছোট একটি চায়ের দোকান তার একমাত্র সম্বল। ভাইকে মানুষ করতে তার কিছু ধারদেনাও হয়েছে। তার একমাত্র আশা ছোট ভাই নৃপেন একটা চাকুরী পায় এবং ভবিষ্যতে দাঁড়াতে পারে।

অনেক চেষ্টার পর এবং বহুস্থানে চাকুরীর জন্য ঘুরেও কোন কাজ না পাওয়ায় নৃপেন যখন সকল আশা ভরশা ছেড়ে দিয়েছে ঠিক সে সময় পায় একটি চাকুরীর সন্ধান। চাকুরীর সর্ত হিসেবে প্রার্থীর আত্মীয় স্বজন কেউ থাকবে না এবং এম,সি, মিনারেলস্-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমতিলাল চৌধুরীর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।

বড়ভাই বিপিনকে ছেড়ে এই সর্ত মেনে নেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয় নৃপেনের পক্ষে। তাই বড়ভাই এবং ছোট ভাই-এর মধ্যে বাদানুবাদ চলে। বড়ভাই কিছুতেই এ সুযোগ ছাড়ার পক্ষপাতী নয় যদিও এক সঙ্গে এতবড় চাকুরী এবং তার সঙ্গে সম্পত্তি পাওয়া তার জীবনে আসবে না।

মহাসমস্যায় পড়েছে নৃপেন—অবশেষে দাদা তার 'মরামুখের' দিব্যি দেয়।

নৃপেন চাকুরী পেল—পেলে। বাড়ী গাড়ী এবং সুন্দরী স্ত্রী, কিন্তু দাদাকে চাকর হিসেবে স্ত্রী এবং অন্তরা যে গঞ্জনা দেয় তা আর তার সহ্য হয় না। কিন্তু দাদার দিব্যির জন্য চুপ করে থাকতে হয়।

সবই চলছিল ঠিক ভাবে কিন্তু অঘটন ঘটলো মতিলাল চৌধুরীর হঠাৎ মৃত্যুতে।—নৃপেনকে পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেলেন না তিনি।

পিতা মতিলাল চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে বীরেন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাদ বাধলো নৃপেনের—একমাত্র কারণ সম্পত্তি এবং বাবার সম্পত্তির অংশীদার হবে বলেই। মৃত মতিলাল চৌধুরীর ছোট ছেলে বিনয় কিন্তু দাদার সঙ্গে একেবারেই এক মত নয়। বিনয় এবং তার স্ত্রী বাইরে থাকে কার্যোপলক্ষে।

বড় ছেলে এই সুযোগে তার অফিসের কর্মচারী বেণীবাবু এবং নিজের স্ত্রীর কুপরামর্শে নৃপেনকে বরখাস্ত করে এবং আরও জানায় তার বিবাহিত স্ত্রী তাদের আপন বোন নয়—বাবার রক্ষিতার সন্তান। নৃপেন বাড়ী, গাড়ী, চাকুরীর লোভে সব জেনেই বিয়ে করেছে। নৃপেনের পৌরুষত্বে দারুণ আঘাত লাগে। বাড়ীতে এসে স্ত্রী অপর্ণাকে সরাসরি এর সত্যিকারের ঘটনা কি জানতে চায় এবং প্রচণ্ড বাদানুবাদের পর বাড়ী ছেড়ে চলে যায়।

তারপর···

নৃপেনের সঙ্গে কি অপর্ণার আর মিল হবে? দাদা কি চিরদিনই চাকর সেজে থাকবেন?

এর জবাব সামনের রূপালী পর্দায় পাবেন।

গান

(১)

কণ্ঠ—আরতি মুখোপাধ্যায়

●

আমায় তেমন করে কেউ কোনদিন
বলে নিতো আগে
ঐ কৃষ্ণ চূড়া ফুটলে এতো
দেখতে ভালো লাগে।
মন ভোলানো একটু হাওয়া
করে যদি আসা যাওয়া
পাল তুলে দেয় স্বপ্ন তরী
সাধের অনুরাগে
আমার কৃষ্ণচূড়া ফুটলো এতো
দেখতে ভালো লাগে।

(২)

কণ্ঠ—অধীর বাগচী,
অলকা ব্যানার্জী

●

প্রজাপতি ঋষি ভারি সাংঘাতিক
বুঝলে নেপু
নেপু কি নৃপেন বল—
বাবা নৃ — পে — ন
প্রজাপতি ঋষি ভারি সাংঘাতিক
কেটে পড়েন হয়ে গেলেই বিয়ের
ঠিক
বিয়ের পর লাগছে কেমন বলনা ভাই
বিয়ের ফুল আর সর্ষে ফুলের তফাৎতো
নাই
আসলে প্রজাপতি ঋষি যিনি।
মহাপুরুষ হলেও যেগো পুরুষ তিনি
পুরুষের কাজই হল—
পুরুষের কাজই হল কেটে পড়া
মেয়েদের স্বভাব শুধু ক্ষমা করা—
বুঝলে মশাই মেয়েদের স্বভাব—
শুধু ক্ষমা করা।
ক্ষমা করা-বটে-ঐ ঋষি মশাই ছেলেদের
চেনান নিতো মহিলাকে
ঘোমটার আড়ালে কি প্যাঁচ থাকে
ওরা হাতে পরেন সাদা শাঁখা, মন
সাদা নয়
ক্ষমার ছলেই পকেট কাটেন সর্ব্ব সময়
তবুও স্ত্রী বিনা মন টেকে না যে
আঃ আঃ আঃ বলনা বিনা তেলে
কে মাছ ভাজো
ভাজা মাছ নইলে কি আর অন্ন রোচে
তাই তো বলি দুজনেই বাসলে ভালো
দুঃখ-ঘোচে..... বল
দুজনেই বাসলে ভালো দুঃখ ঘোচে॥

(৩)

কণ্ঠ—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

●

চাঁদের আলোর প্রাসাদ থেকে
স্বপন পরী আয় নেমে আয়
দোলা দেরে খুকুর দোলনায়
ঘুম নিয়ে আয় পাখায় করে
ছড়িয়ে দেরে দুচোখ ভোরে
দুখিনী মার বুকের মাণিক—
বুকেই যেন সুখে ঘুমায়।
দোলা দেরে খুকুর দোলনায়
অনেক ধুলোর ঝড় উঠেছে
অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে।
পড়ে আছে একটি কণা
সেই টুকুতেই মন ভরে যায়।

(৪)

কণ্ঠ—মান্না দে

●

কাঁদেগো ওঃ ওঃ ওঃ আমার রাধারাণী
কাঁদে
ধুয়ে যায় অঞ্জন।
মুছে যায় চন্দন।
অকালে গ্রহণ লাগে
পূর্ণিমারই চাঁদে।
কেন সে মোহন বেণু বাজেনাগো আর
কপালে কাঁকন শুধু হানে
বার বার।
কেন এ ভুলের পালা
শুখায় সাধের মালা
ঝরে যায় কলি
যত তারে বাঁধে।
দেখিতে দেখিতে আহা গেলো কতক্ষণ
এসে ফিরে ফিরে যায় কত যে লগন
সে নিঠুর আর কত
ব্যথা দেবে অবিরত
কত সে নিঠুর হবে
বিনা অপরাধে।

: কার্যাধ্যক্ষ :

কার্তিক দাস ও রঞ্জিত দাস।

: নেপথ্য কণ্ঠে :

মান্না দে, অধীর বাগচী, আরতি মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়। গান রেকর্ডিং : গাথানী রেকর্ডস।

: সংগঠন :

বিশ্বনাথ মুখার্জী, গণেশ দাস, দেবু গুপ্ত।

: কৃতজ্ঞতা :

বিকাশ ব্যানার্জী, কল্যাণ ব্যানার্জী ও মিঃ মালিক সিং—আসানসোল।

: রূপায়ণে :

বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, শমিত ভঞ্জ, (এ্যাঃ) চিন্ময় রায়, শম্ভু মুখার্জী, আরতি ভট্টাচার্য, রত্না ঘোষাল, সোমা মুখার্জী, গীতা দে, তোতন কুমার। সুব্রত সেনশর্মা, নির্মল ঘোষ, পরিতোষ চৌধুরী, ডঃ বলাই দাস, বিপ্লব চ্যাটার্জী, ধীমান চক্রবর্তী, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, গৌতম চক্রবর্তী, দীপক গাঙ্গুলী, গোবিন্দ দে, প্রদীপ বসু, হারাধন সাহা, প্রতাপ চক্রবর্তী, মিহির পাল, পরেশ মণ্ডল, ভানু, প্রকাশ, অনামিকা সাহা, কাজল, ছবি, শুক্লা, নমিতা, সুচন্দা, রেবা, ইলা, রেখা, স্বপ্না ও আরো অনেকে।

ওম প্রকাশ ভার্মা ও প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে ইন্দ্রপুরী ও এনটি নং ২ ষ্টুডিওতে গৃহীত। গৌরী মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে সিনে সিক্সটিন ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

আগামী আকর্ষণ

ইউনিট ফিল্মসের নিবেদন

রিক্ততা

চিত্রনাট্য ও
পরিচালনা
সাধুরদাস হাজরা

সংগীত
কালিপদ সেন

পরিবেশনা
ভবানী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স